গ্রহরত্ন
কয়লা কেলেঙ্কারি
নগর ভবন-এ একটি অধিবেশন বসেছে।
হেকমতপুর
জন উন্নয়ন প্রকল্প
ভাইসব! আমি আজকে আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি! এই শীতের দিনে ঠাণ্ডায় থাকতে কি আপনাদের ভালো লাগে? আমাদের দরকার তাপ ও উষ্ণতা! এই তাপ ও উষ্ণতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য একটি বিরাট সুযোগ! আপনাদের এলাকাতেই একটি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেখানে যে তিনটি উপজেলা সরাসরি প্রভাবিত হবে তার মধ্যে একটি হলো আপনাদের উপজেলা!

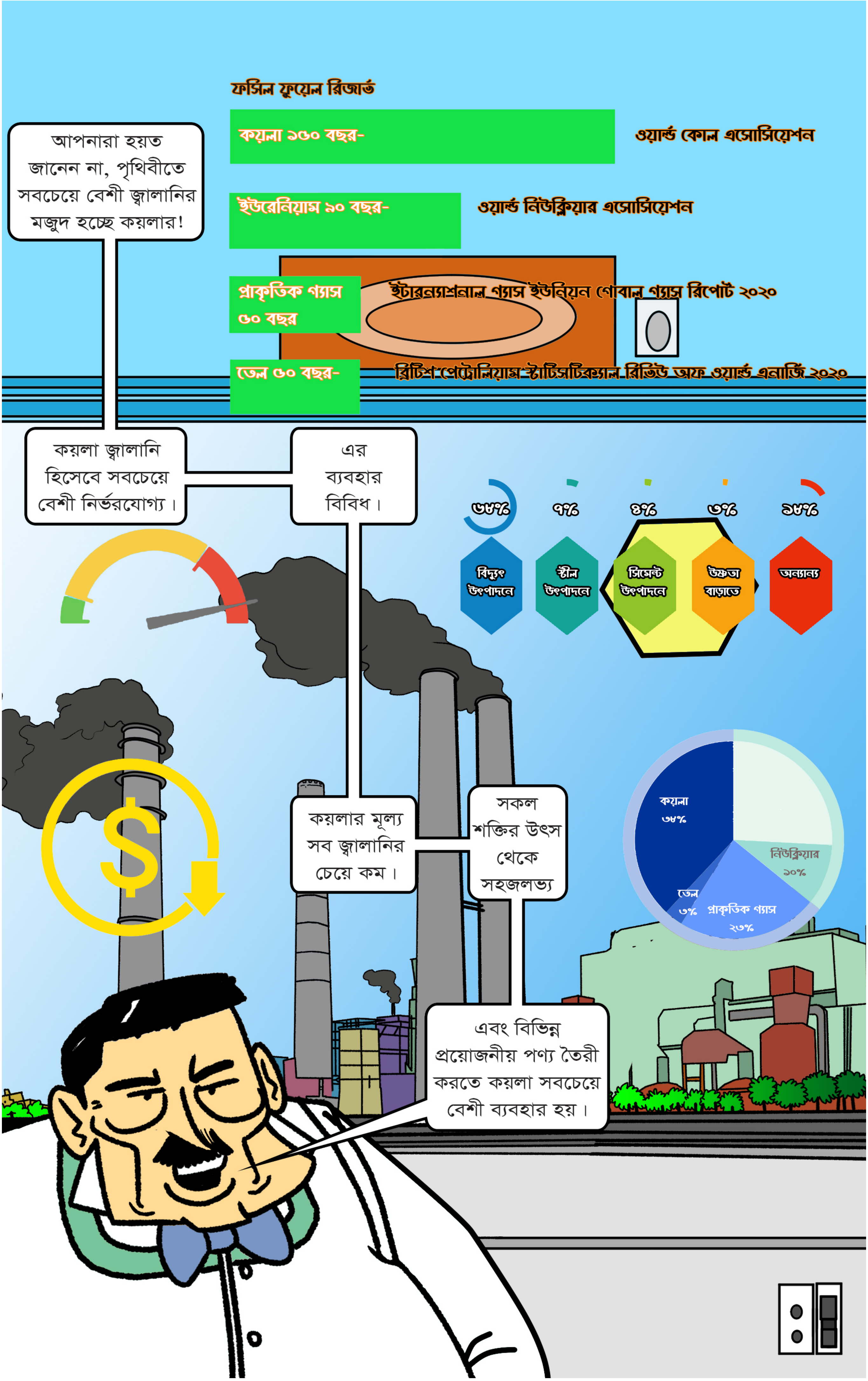
ফসিল ফুয়েল রিজার্ভ
কয়লা ১৫০ বছর-
ওয়ার্ল্ড কোল এসোসিয়েশন
ইউরেনিয়াম ৯০ বছর-
ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার এসোসিয়েশন
প্রাকৃতিক গ্যাস ৫০ বছর
ইন্টারন্যাশনাল গ্যাস ইউনিয়ন গ্লোবাল গ্যাস রিপোর্ট ২০২০
তেল ৫০ বছর-
ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম স্টাটিসটিক্যাল রিভিউ অফ ওয়ার্ল্ড এনার্জি ২০২০
আপনারা হয়ত জানেন না, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী জ্বালানির মজুদ হচ্ছে কয়লার!
কয়লা জ্বালানি হিসেবে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য।
এর ব্যবহার বিবিধ।
৬৮% বিদ্যুৎ উৎপাদনে
৭% স্টীল উৎপাদনে
৪% সিমেন্ট উৎপাদনে
৩% উষ্ণতা বাড়াতে
১৮% অন্যান্য
কয়লার মূল্য সব জ্বালানির চেয়ে কম।
সকল শক্তির উৎস থেকে সহজলভ্য
কয়লা ৩৮%
নিউক্লিয়ার ১০%
তেল ৩%
প্রাকৃতিক গ্যাস ২৩%
এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরী করতে কয়লা সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়।

এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে আপনাদের সবার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ! আপনারা সবাই ধনী হয়ে যাবেন বলেন হুররে...!!
হুম।
হৈ হৈ হৈ-হুল্লোড় বাহ!
বেশ বেশ!
খুব ভালো!
ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি ফসিল ফুয়েল থেকে ধোঁয়া মানুষের জন্য খারাপ, সবাই তাহলে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম শুনে এমন আনন্দ করছে কেন?

কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা যেই লোকটি বলছে, তাকে আমার মোটেই ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে তার কোন দুরভিসন্ধি আছে। তার উদ্দেশ্য খুব জনহিতকর নয়। এটা আমি প্রমান করেই ছাড়ব।
তুমি হয়ত একটু বেশীই চিন্তা করছ বন্ধু সায়েম, কি বল মালিহা?
ওকে বলতে দাও মেহরাব।
এই দেখ কয়লা পুড়িয়ে রাস্তায় কাজ চলছে, আমরা অহরহই এই ভাবে উন্নয়ন কাজ দেখতে পাই।
কিন্তু এই উন্নয়নে সাধারন মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়।
কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী হলে একই ব্যাপার ঘটবে।

খুক খুক
এই মালিহা তুমি ঠিক আছো? দেখেছ? একটু কালো ধোঁয়াই মালিহাকে কেমন অসুস্থ বানিয়ে ফেলছে।
এই কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের জন্য ভালো হতেই পারেনা। আমি জানি আমার ধারনার পক্ষে তথ্য বের করতে আমাদের কোথায় যেতে হবে।
ব্রাইটারস ইন্টারনেট ব্রাউর্জিং সেন্টার

কয়লা থেকে নির্গত শক্তি
অনেক
শক্তিশালী তাপ বিকিরণ
ছড়াতে পারে।
কয়লা পোড়ানর জন্য 'কয়লা নিগৃহীত ছাঁই'
নামক বাই প্রোডাক্ট ব্যবহার করা হয়
যা নিউক্লিয়ার এর চেয়েও ১০০ গুন
বেশী তাপ বিকিরণ ছড়ায়।
কয়লা উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করার কারণে বনের পশু
পাখি অথবা জলের মাছ, সবাই তাদের আবাসস্থল
হারায়, ভূমিধ্বস এবং মাটির ক্ষয় বেড়ে যায়।
সামগ্রিক ভাবে প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
দেখেছিস বললাম না কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র শুধু বিপদই ডেকে আনবে।

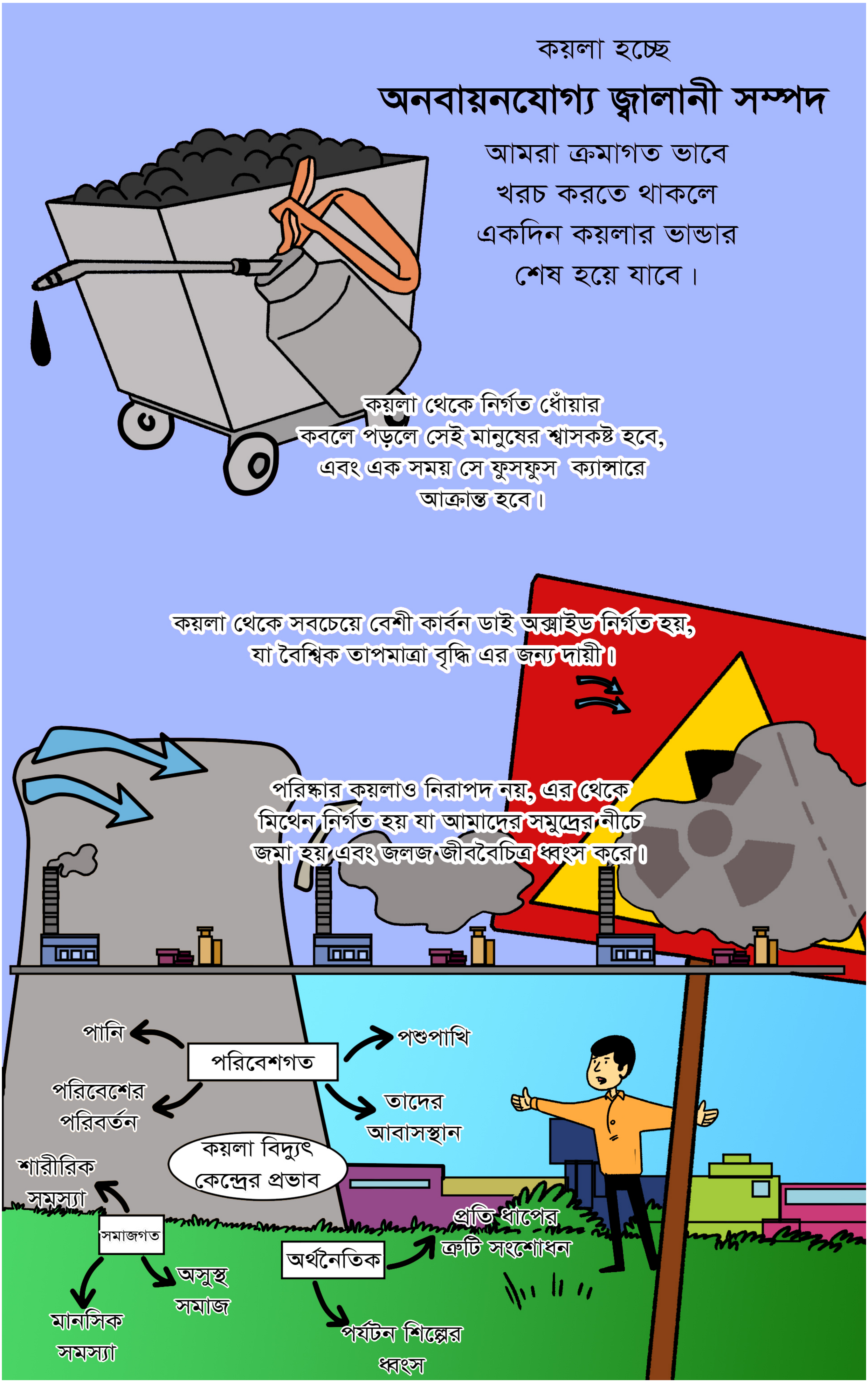
কয়লা হচ্ছে
অনবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদ
আমরা ক্রমাগত ভাবে
খরচ করতে থাকলে
একদিন কয়লার ভান্ডার
শেষ হয়ে যাবে।
কয়লা থেকে নির্গত ধোঁয়ার
কবলে পড়লে সেই মানুষের শ্বাসকষ্ট হবে,
এবং এক সময় সে ফুসফুস ক্যান্সারে
আক্রান্ত হবে।
কয়লা থেকে সবচেয়ে বেশী কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়,
যা বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি এর জন্য দায়ী।
পরিষ্কার কয়লাও নিরাপদ নয়, এর থেকে
মিথেন নির্গত হয় যা আমাদের সমুদ্রের নীচে
জমা হয় এবং জলজ জীববৈচিত্র ধ্বংস করে।
কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রভাব
পরিবেশগত
পানি
পরিবেশের পরিবর্তন
পশুপাখি
তাদের আবাসস্থান
সমাজগত
শারীরিক সমস্যা
মানসিক সমস্যা
অসুস্থ সমাজ
অর্থনৈতিক
প্রতি ধাপের ত্রুটি সংশোধন
পর্যটন শিল্পের ধ্বংস

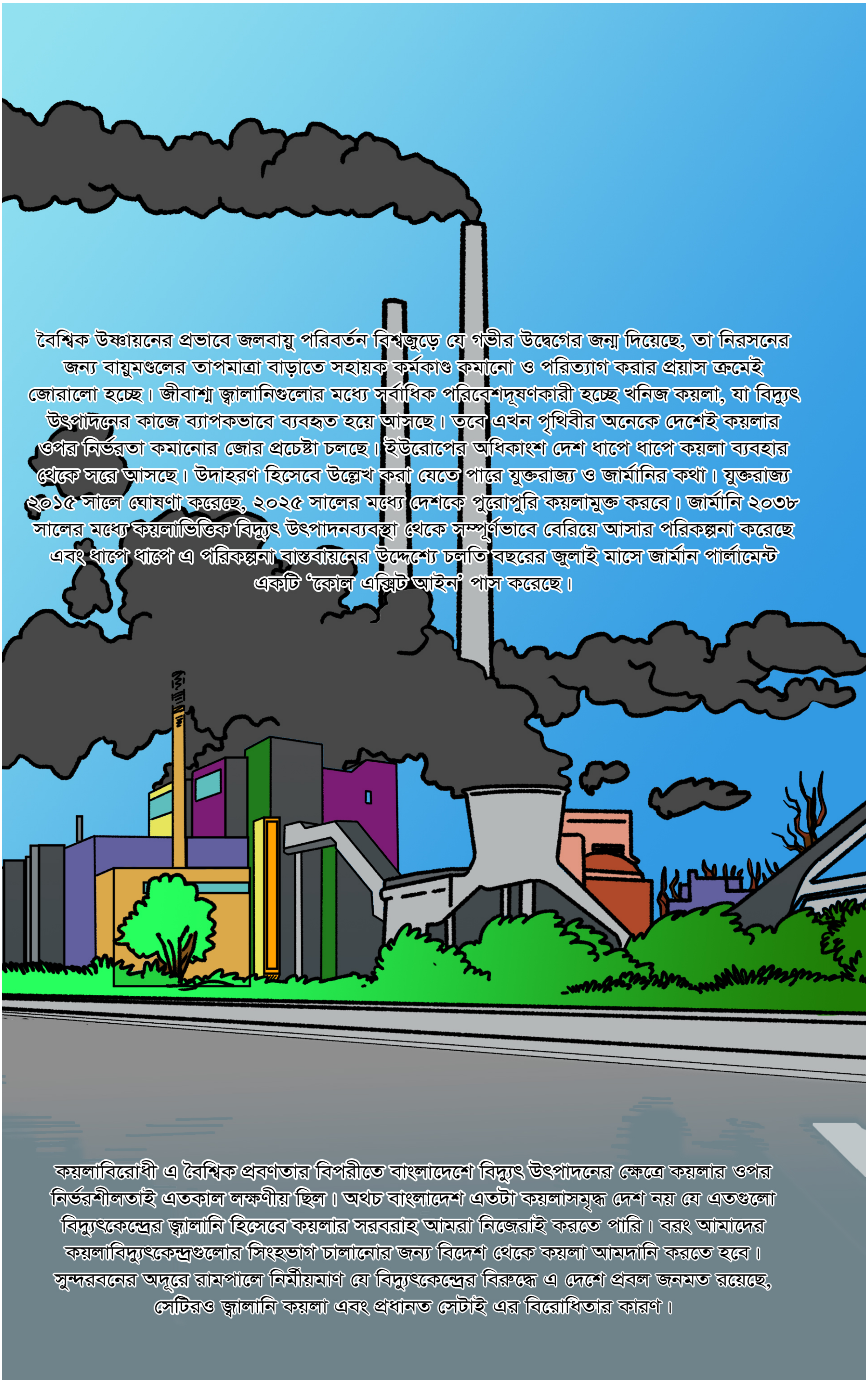
বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বজুড়ে যে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে, তা নিরসনের জন্য বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়াতে সহায়ক কর্মকাণ্ড কমানো ও পরিত্যাগ করার প্রয়াস ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানিগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পরিবেশদূষণকারী হচ্ছে খনিজ কয়লা, যা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এখন পৃথিবীর অনেকে দেশেই কয়লার ওপর নির্ভরতা কমানোর জোর প্রচেষ্টা চলছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ধাপে ধাপে কয়লা ব্যবহার থেকে সরে আসছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যুক্তরাজ্য ও জার্মানির কথা। যুক্তরাজ্য ২০১৫ সালে ঘোষণা করেছে, ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি কয়লামুক্ত করবে। জার্মানি ২০৩৮ সালের মধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছে এবং ধাপে ধাপে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চলতি বছরের জুলাই মাসে জার্মান পার্লামেন্ট একটি ‘কোল এক্সিট আইন’ পাস করেছে।
কয়লাবিরোধী এ বৈশ্বিক প্রবণতার বিপরীতে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লার ওপর নির্ভরশীলতাই এতকাল লক্ষণীয় ছিল। অথচ বাংলাদেশ এতটা কয়লাসমৃদ্ধ দেশ নয় যে এতগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি হিসেবে কয়লার সরবরাহ আমরা নিজেরাই করতে পারি। বরং আমাদের কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সিংহভাগ চালানোর জন্য বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করতে হবে। সুন্দরবনের অদূরে রামপালে নির্মীয়মাণ যে বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে এ দেশে প্রবল জনমত রয়েছে, সেটিরও জ্বালানি কয়লা এবং প্রধানত সেটাই এর বিরোধিতার কারণ।

এই কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী হওয়ার আগেই থামাতে হবে, আমার একটা বুদ্ধি আছে!
কি বুদ্ধি খোলাসা করে বল বন্ধু।
এদিকে মেয়র অফিসে
মেয়র সাহেব, চুক্তিটায় স্বাক্ষর করে দিন, আমরা আপনাদের এখানে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী শুরু করে দেই।
উম... না মানে, আমার মনটা ঠিক সায় দিচ্ছে না।
কোন স্বাভাবিক মানুষ এই চুক্তিতে সায় দিবে না!
এই কে? কি বলছে এই পিচ্চিগুলো!

আমরা বলছি! আমরা এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ! আর এই ভবিষ্যতের পৃথিবীকে বাঁচানর আভিভাবক হলাম আমরা নিজেরাই! এইযে আমার কাছে সব তথ্য আছে যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুললে পরিবেশের কেমন বিপর্যয় ঘটবে!
সেরেছে!
এই ক্ষুদে ছেলে মেয়েগুলো যা বলছে তা যদি সত্যি হয়...

পুরো এলাকার জনগন দেখি প্রতিবাদ করতে চলে এসেছে! আমি পালাই!

আমরা একত্র হয়ে আবার একটা পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করলাম!
শেষ